চট্টগ্রাম রবিবার ১৩ মার্চ ২০২২

দৈনিক পূর্বকোণ

মুজিববর্ষে দেশসেরা আঞ্চলিকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত

বিজ্ঞান জাদুঘরের মহাপরিচালক মুনীর চৌধুরী

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি সততা নৈতিকতাও অপরিহার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী বলেছেন, শিক্ষার্থীদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি সততা, নৈতিকতা চর্চার উপরও গুরুত্বারোপ করতে হবে। প্রতিটি পরিবারে পিতামাতা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের আদর্শ মানুষের রোল মডেল হয়ে থাকতে হবে। শুধু বৈষয়িক শিক্ষা দিয়েই কোন জাতি উন্নত হতে পারে না। তিনি গতকাল শনিবার ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় সভায় একথা বলেন। বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) মো. মইনুল ইসলাম চৌধুরী। এর আগে জাতীয় বিজ্ঞান জাদুঘরের মহাপরিচালক স্কুলের বিজ্ঞান-াগারসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং

● ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার ৬ষ্ঠ ক.

ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের সভায় বক্তব্য দেন জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী।

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি

● ৮ম পৃষ্ঠার পর

এগুলোর মান উন্নয়ন ও সমৃদ্ধকরণে বিজ্ঞান জাদুঘরের সর্বাত্মক সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন।

সভায় মুনীর চৌধুরী বলেন, বৈষয়িকতার লোভ সামাজিক কাঠামোকে ভঙ্গুর করে তুলছে। ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে আবদ্ধ জীবনের অভিশাপ থেকে শিশু কিশোরদের মুক্ত করতে হবে। চার দেয়ালের মাঝে আবদ্ধ থেকে তাদের মেধার বিকাশ ঘটছে না, বরং মোবাইল ও ইন্টারনেটের আসক্তি শিশু কিশোরদের মানসিকভাবে পঙ্গু করে দিচ্ছে। অতি বস্তুবাদিতা ও ভোগবাদিতার কবলে পড়ে মানুষ তাঁর স্রষ্টাকে চিনতে পারছে না। এটা মানব জীবনের চরম ব্যর্থতা। মহান আল্লাহকে চিনতে হবে। জ্ঞানের আলোয় সমাজকে আলোকিত করতে হবে। নৈতিকতার আদর্শে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করতে হবে। সততা ও নৈতিকতা না থাকলে যতবড় কর্মকর্তা কিংবা চিকিৎসক, প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী হোন না কেন, এতে রাষ্ট্রের সমস্ত অগ্রযাত্রা ও অর্জন বৃথা হয়ে যাবে।

আলোকিত বাংলাদেশ
ঢাকা রোববার, ১৩ মার্চ ২০২২

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে শুদ্ধচার চর্চা অপরিহার্য

বললেন মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী

চট্টগ্রামে গতকাল শনিবার ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী বলেছেন, 'শিক্ষার্থীদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি সততা, নৈতিকতা চর্চার উপরও গুরুত্বারোপ করতে হবে। প্রতিটি পরিবারে পিতামাতা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের আদর্শ মানুষের রোল মডেল হয়ে থাকতে হবে। শুধু বৈষয়িক শিক্ষা দিয়েই কোনো জাতি উন্নত হতে পারে না। বৈষয়িকতার লোভ সামাজিক কাঠামোকে ভঙ্গুর করে তুলছে। ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে আবদ্ধ জীবনের অভিশাপ থেকে শিশু-কিশোরদের মুক্ত করতে হবে। চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে তাদের মেধার বিকাশ ঘটছে না, বরং মোবাইল ও ইন্টারনেটের আসক্তি শিশু-কিশোরদের মানসিকভাবে পঙ্গু করে দিচ্ছে। অতি বস্তুবাদিতা ও ভোগবাদিতার কবলে পড়ে মানুষ তার স্রষ্টাকে চিনতে পারছে না। স্রষ্টাকে চিনতে না পারা মানব জীবনের চরম ব্যর্থতা। মহান আল্লাহকে চিনতে হবে। জ্ঞানের আলোয় সমাজকে আলোকিত করতে হবে। নৈতিকতার আদর্শে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করতে হবে। সততা ও নৈতিকতা না থাকলে যতবড় কর্মকর্তা কিংবা চিকিৎসক, প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী হোন না কেন, এতে রাষ্ট্রের সমস্ত অগ্রযাত্রা ও অর্জন বৃথা হয়ে যাবে। বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের বিজ্ঞান শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় আনতে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। করোনা সংকটের মধ্যেও স্কুল-কলেজসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে মুভিবাস ও মিউজিয়াম বাসের প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষাকে জনপ্রিয় করা হচ্ছে। এছাড়া নিয়মিত বিজ্ঞান প্রতিযোগিতা ও উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির সফলতার জন্য শিক্ষকদের নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করতে হবে।

মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী গতকাল শনিবার চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের সর্বস্তরের শিক্ষকদের নিয়ে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় এ বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) মো. মইনুল ইসলাম চৌধুরী বক্তব্য দেন। এর আগে বিজ্ঞান জাদুঘরের মহাপরিচালক স্কুলের বিজ্ঞানাগারগুলো সরেজমিন পরিদর্শন করেন এবং এগুলোর মান উন্নয়ন ও সমৃদ্ধকরণে বিজ্ঞান জাদুঘরের সর্বাত্মক সহায়তা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি